১৮.১৩ জনসংখ্যার যুগপরিবর্তন (*Demographic Transition*)

মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশ ও সময়ের সাথে বদলে যায়। ফলে মানব উন্নয়নের সূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের প্রকৃতিও বদলে যায়। সময় ও দেশের প্রভাব মানুষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে-বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯২৯ সালে **ওয়ারেন থম্পসন** (Warren Thompson) সর্বপ্রথম জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থনীতির প্রভাবের কথা বলেন। তাঁর মতে কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রত্যেকটির নিজস্ব ধরন ও চাহিদা আছে। সুতরাং কৃষিভিত্তিক সমাজের যা চাহিদা, তা কখনওই শিল্পভিত্তিক সমাজের থাকতে পারে না। ফলে কৃষি যত উন্নত হয় সমাজ ও অর্থনীতি ততই মজবুত হতে থাকে। এইভাবে শিল্প-বাণিজ্যের যখন চূড়ান্ত অগ্রগতি হয়, তখন আধুনিক সমাজ ও আরও মজবুত অর্থনীতি গড়ে ওঠে। আসলে **থম্পসন** (১৯২৯), **নটস্টাইন** (Notestein—১৯৪৫), **ব্লেকার** (Blacker – ১৯৪৭), প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, জন্মহার ও মৃত্যুহারের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে জনসংখ্যার যুগপরিবর্তন তত্ত্ব বা ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন থিয়োরি (Demographic Transition Theory)।

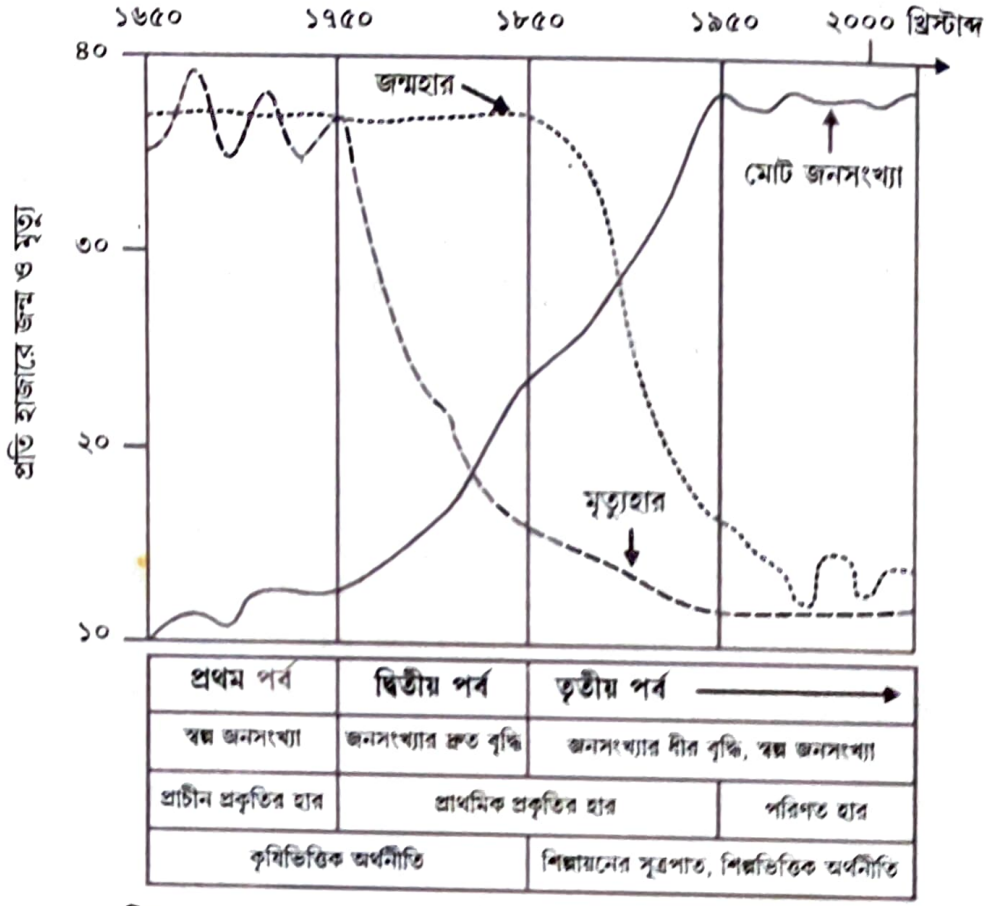

চিত্র ১৮.২৫ জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক

১৮.১৩.১ জনসংখ্যার যুগপরিবর্তন বা ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন তত্ত্বের মূল কথা (Salient Features of demographic Transition)

আলোচ্য তত্ত্বটির মূল কথা হল, কোনো দেশের সমাজ ও অর্থনীতি, অর্থাৎ মানব উন্নয়নের অবস্থার সাথে ওই দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। যেমন—

(১) উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার = কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি = সমাজ ও অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা।
(২) উচ্চ জন্মহার ও নিম্নমুখী মৃত্যুহার = শিল্পোন্নয়ন = উন্নয়নের শুরু।
(৩) নিম্নমুখী জন্মহার ও নিম্নমুখী মৃত্যুহার = শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি এবং আধুনিক কৃষি = সমাজ ও অর্থনীতির সবল অবস্থা।
(৪) নিম্ন জন্মহার ও অতি নিম্নমুখী মৃত্যুহার = প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যার হ্রাস = সবল অর্থনীতি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা (এটি সাধারণত একটি সাময়িক অবস্থা)।

বিজু গার্নিয়ার (১৯৬৬)-এর মত অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মূলত তিন ধরনের— (১) ক্রমবর্ধমান প্রাচীন প্রকৃতির হার; (২) ক্রমবিবর্তিত হার বা নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার; (৩) পরিণত হার বা আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায় *(চিত্র ১৮.২৫)*।

◆ **প্রথম পর্ব — ক্রমবর্ধমান প্রাচীন প্রকৃতির হার (Increasing primitive types) :** এটি শিল্প-পূর্ব সময়ের অর্থাৎ ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের প্রথম পর্ব। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল—
(১) জন্মহার ও মৃত্যুহার অত্যধিক (প্রতি হাজারে ৩০-এর বেশি)।
(২) জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।
(৩) দেশীয় বা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক প্রগতি ও মানব উন্নয়নের হার মন্থর।
(৪) অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ও সমাজ কৃষিভিত্তিক। এটি নিম্নবিত্ত উন্নয়নশীল দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

আফ্রিকা মহাদেশের গ্যাবন, জাম্বিয়া, সোয়াজিল্যান্ড ইত্যাদি প্রাচীন প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ। প্রাক্-অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট বিট্রেনে এই ধরনের অবস্থা ছিল।

◆ **দ্বিতীয় পর্ব — ক্রমবিবর্তিত হার বা নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার (Transitional types) :** আলোচ্য পর্যায়টি ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— (১) ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত হার (Increasing transitional types) ও (২) আয়ত্তাধীন বিবর্তিত হার (Controlled transitional types)।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিবর্তিত হার (transitional types) পৃথিবীর সেই সমস্ত দেশে দেখা যায়, যেখানে অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও শিল্প ও পরিসেবামূলক সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল—
(১) জন্মহার বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত।
(২) চিকিৎসার সুযোগ বাড়ার জন্য মৃত্যুহার ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
(৩) জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য জনসংখ্যা এই পর্যায়েও বাড়তে থাকে।
(৪) দেশীয় বা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো ধীরে ধীরে মজবুত হয়।
(৫) অর্থনীতি প্রধানত মিশ্র প্রকৃতির। এটিও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য।

এশিয়া মহাদেশের চিন, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত (Increasing transitional types) জনসংখ্যার দেশ।

বিপরীতভাবে, আয়ত্তাধীন বিবর্তিত হারের দেশগুলিতে (Controlled transitional types) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। অর্থাৎ এখানে— (১) জন্মহার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত; (২) সম্প্রসারিত চিকিৎসার সুযোগে মৃত্যুহার আরও কম; (৩) উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার ক্রমহ্রসমান আয়তন; (৪) মজবুত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রবর্তন; (৫) আলোকপ্রাপ্ত জনসমাজ।

অস্ট্রেলিয়া, রুমানিয়া, স্পেন, গ্রিস, ইতালি ইত্যাদি আয়ত্তাধীন বিবর্তিত জন্মহারের দেশ। ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের দ্বিতীয় পর্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) গুয়াটেমালা হার, (২) থাইল্যান্ড হার (৩) চিলি হার।

(১) **গুয়াটেমালা হার (Guatemala type) ঃ** কোনো দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, প্রতি হাজারে ২০–৩০-এর মধ্যে থাকলে, তাকে গুয়াটেমালা হার বলে। এই হারের দেশগুলিতে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, কারণ এখানে জন্মহার (গড়ে প্রতি হাজারে ৪৩ জন) মৃত্যুহারের চেয়ে (গড়ে ১৫ জন) স্বাভাবিকভাবেই বেশি। সুতরাং, জন্মহার অনিয়ন্ত্রিত। এখানে মৃত্যুহার কমানোর জন্য চিকিৎসার সুযোগ কম। যেমন— পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ।

(২) **থাইল্যান্ড হার (Thailand type) ঃ** কোনো দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, প্রতি হাজারে ২৫–৩৫-এর মধ্যে থাকলে, তাকে থাইল্যান্ড হার বলে। এই হারের দেশগুলিতে জন্মহার বেশি ও চিকিৎসার সুযোগ বেশি থাকার জন্য মৃত্যুহার কম। মানব উন্নয়নের প্রকৃতি অনুসারে এই হার গুয়াটেমালা হারের চেয়ে অনেকটাই বিপরীত। যেমন— শ্রীলঙ্কা, পুয়ের্তোরিকো।

(৩) **চিলি হার (Chile type) ঃ** কোনো দেশের জন্মহার হাজারে ২৭, মৃত্যুহার ৮·৪ এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ১৯ জন হলে, তাকে চিলি হার বলে। যেমন— চিলি। এখানে জন্মহার ক্রমহ্রসমান এবং মৃত্যুহারও কম। তবে জন্মহার এখনও মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি। গুয়াটেমালা হারের দেশগুলিতে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্বন্ধে লোকজনের বিশেষ মাথাব্যথা নেই, চিলি হারের দেশগুলি কিন্তু তার চেয়ে অনেক উন্নত। এখানে লোকজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সামাজিকভাবে সচেতন।

◆ **তৃতীয় পর্ব — পরিণত হার (Mature types) ঃ** এটি ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের তৃতীয় পর্ব। এই পর্যায়ে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান (decreasing mature types)। এটি উন্নত অর্থনীতির ও সচেতন সমাজব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। এই জাতীয় সমৃদ্ধ অর্থব্যবস্থায় জনসাধারণ ধনী, শিক্ষিত ও সচেতন হয়। ফলে— (১) জন্মহার সুনিয়ন্ত্রিত হয়। (২) জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান বা সমপ্রায় অবস্থায় পৌঁছায় অর্থাৎ জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়।

জাপান, ডেনমার্ক, নরওয়ে, জার্মানি ইত্যাদি পরিণত ক্রমহ্রসমান জন্মহারের দেশ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্রমহ্রসমান জনসংখ্যা বা স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশগুলিতে যৌথ পরিবার দেখা যায় না এবং নারী ও পুরুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা সমান হয়।